কুমারী তিলোত্তমা পবিত্রা কুমারীঃ "পবিত্র আত্মা এসে তোমার উপর অধিষ্ঠান করবেন, পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবে তুমি। তাই এই যাঁর জন্ম হবে, সেই পবিত্রজন ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচিত হবেন" (লূক ১ঃ৩৫)। ঈশ্বরের জননী পরম বিশুদ্ধা ও পরম নির্মলা। তাঁর গর্ভেই যীশু দেহধারণ ও জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্য দিয়েই পরম পিতা বিশ্বজগত-মানব সন্তান ও সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুর যত্ন নিচ্ছেন। মানব ও জগতের ত্রাণ সাধন করেছেন।

খ্রীষ্টের মাতাঃ "তিনি প্রসব করলেন একটি পুত্রকে, তাঁর প্রথমজাত সন্তানটিকে। শিশুটিকে তিনি কাপড়ে জড়িয়ে একটি জাবপাত্র শুইয়ে রাখলেন" (লূক ২ঃ৭)। মা মানব ও ঈশ্বররূপ যীশুর জননী। যীশু তাঁর মানব শরীর মার কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যেমন যীশুর মা তেমনী প্রতিটি বিশ্বাসী ভক্তেরও মা।

খ্রীষ্টমন্ডলীর মাতাঃ "তারা সবাই তখন একপ্রাণ হয়ে নিবিষ্ট চিত্তে প্রার্থনায় দিন কাটাতে লাগলেন - শুধু তাঁরা নয়ঃ তাদের সঙ্গে কয়েকজন নারী এবং যীশুর মা মারীয়া" (শিষ্যচরিত ১ঃ১৪)। পঞ্চাশত্তমী পর্ব তথা পবিত্র আত্মার অবতনের দিন মা শিষ্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র আত্মার অবতনের মধ্য দিয়েই মাতামন্ডলীর সূচনা হয়। এভাবেই মা হয়ে উঠেছেন মন্ডলীর মাতা।

ঐশ্বরিক প্রসাদের মাতাঃ "ঐ দেখ তোমার মা" (যোহন ১৯ঃ ২৭)। সকল প্রসাদের উৎস হলেন যীশু। তাঁর দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা সকল মানুষ আধ্যাত্মিক পুষ্টি যীশুর মাধ্যমে পরম পিতার কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। মা মারীয়া হলেন যীশুর মা এবং ঐশ্বপ্রসাদের মধ্যস্থতাকারিণী।

পরম নির্মলা মাতাঃ "অন্তরে যারা পবিত্র, তারা ধন্য, কারণ তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে" (মথি ৫ঃ৮)। সকল মানবকুলের মধ্যে মা হলেন সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারীণি। যীশুর প্রতি মায়ের গভীর ভালবাসা ও পরম পিতার প্রেমময়তায় তিনি হলেন পরম নির্মলা।

পরম বিশুদ্ধা মাতাঃ "মারীয়া তখন দূতকে বললেন, তা কি ক'রে হবে? আমি যে কুমারী!" (লূক ১ঃ ৩৪)। মা ছিলেন ঐশ্বপ্রসাদে পূর্ণা। সবকিছুতে তিনি মাধুর্যমন্ডিত। পরমা ও লাবণ্যময়ী কুমারী যিনি ঈশ্বরের কাছে নিবেদিতাপ্রাণ।

অক্ষতা মাতাঃ "যা পবিত্র, তা কুকুরের মুখে তুলে দিও না! শুয়োরের সামনে তোমাদের মণি-মুক্তা ছাড়িয়ে দিও না" (মথি ৭ঃ৬)। মা সকলপ্রকার পাপ-প্রলোভন ও মন্দতা থেকে মুক্ত ছিলেন। পরমপিতা মারীয়ার দেহ ও আত্মা উভয়কে সর্বদা নিষ্কলঙ্ক রেখেছেন।
অস্পষ্টা মাতাঃ "যোসেফের ঘুম ভেঙ্গে গেলে, প্রভুর দূত তাঁকে যা করতে বলেছিলেন, তিনি তা-ই করলেনঃ তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘরে আনলেন। পরে তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলেন; অথচ স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোন দৈহিক সম্পর্কই হয়নি। তিনি শিশুটির নাম রাখলেন যীশু" (মথি ১ঃ২৪-২৫)। পরম পিতা ঐশ প্রজ্ঞার গুণে মায়ের গর্ভকে দেখতে হবে আবাস রূপে রচনা করেছিলেন।

প্রেমের যোগ্যা মাতাঃ "প্রণাম, পরম অনুগৃহিতা! প্রভু তোমার সঙ্গেই আছেন" (লূক ১ঃ২৮)। পরম পিতা মায়ের হৃদয়কে ঐশপ্রেমের আগুনে প্রজ্বলিত করেছিলেন। যীশুই হলেন সে প্রেমের মূর্তপ্রকাশ।

চমৎকারিণী মাতাঃ "তেমনি তোমাদের আলো সবার সামনে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক যাতে তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখতে পায় এবং তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার মহিমা কীর্তন করে" (মথি ৫ঃ১৬)। সৃষ্টির প্রেমসমগ্র হলো মা মারীয়া। কারণ তাঁর হৃদয় ঐশপ্রেম যীশুকে ধারণ করেছিলেন।